



ঈশ্বরের আইন

Ishwar er Ain

আজকের খ্রিস্টানদের জন্য ঈশ্বরের আইন

ishwarerain.org

পরিশিষ্ট ৮বং: ক্রুশ এবং মন্দির

এই পৃষ্ঠাটি একটি ধারাবাহিকের অংশ, যেখানে সেই সব ঈশ্বরের আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো কেবল তখনই পালন করা যেত, যখন জেরুজালেমে মন্দির বিদ্যমান ছিল।

- পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রযোজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ
- পরিশিষ্ট ৮থ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ষ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — যীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার
- পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয় ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য
- পরিশিষ্ট ৮ব: ক্রুশ এবং মন্দির (এই পৃষ্ঠা)।

ক্রুশ এবং মন্দির পরস্পরের শক্ত নয়, এবং তারা এমন দুটি “পর্যায়” ও নয় যেখানে একটি অন্যটিকে বাতিল করে। ঈশ্বরের আইন চিরন্তন (গীতসংহিতা 119:89; গীতসংহিতা 119:160; মালাখি 3:6)। সেই একই চিরন্তন আইনের মধ্য দিয়েই মন্দিরব্যবস্থা—তার বলিদান, যাজকস্ত এবং শুদ্ধতার আইনসমূহ—প্রদত্ত হয়েছিল। যীশুর মৃত্যু একটি আদেশও বাতিল করেনি। বরং তা প্রকাশ করেছে, সেই আদেশগুলো শুরু থেকেই আসলে কী বলছিল। মন্দির ধ্বংস করা হয়নি বলিদান শেষ করার জন্য, বরং অবাধ্যতার বিচার হিসেবে (২ ইতিহাস 36:14-19; যিরমিয় 7:12-14; লুক 19:41-44)। আমাদের দায়িত্ব হলো এই সত্যগুলো একসাথে ধরে রাখা—ক্রুশ সম্পর্কে মানুষের ধারণা দিয়ে আইনকে প্রতিস্থাপন করে নতুন কোনো ধর্ম উদ্ভাবন না করে।

প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব: মেষশাবক এবং বেদী

প্রথম দৃষ্টিতে, এখানে একটি দ্বন্দ্ব দেখা যায়:

- একদিকে, ঈশ্বরের আইন বলিদান, উৎসর্গ এবং যাজকীয় সেবার আদেশ দেয় (লেবীয় 1:1-2; নিগমন 28:1)।
- অন্যদিকে, যীশুকে উপস্থাপন করা হয়েছে “ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপ তুলে নেন” হিসেবে (যোহন 1:29; 1 যোহন 2:2)।

অনেকে এখানে এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়, যা শাস্ত্র কথনোই করে না: “যদি যীশুই মেষশাবক হন, তবে বলিদান শেষ, মন্দিরের কাজ শেষ, আর যে আইন এসব আদেশ দিয়েছিল, সেটিও আর গুরুত্বপূর্ণ নয়।”

কিন্তু যীশু নিজেই সেই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে তিনি আইন বা ভাববাদীদের বাতিল করতে আসেননি, এবং স্বর্গ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আইনের একটি শুধু অংশও লোপ পাবে না (মথি 5:17-19; লুক 16:17)। স্বর্গ ও পৃথিবী এখনো বিদ্যমান। আইন এখনো কার্যকর। বলিদান, উৎসর্গ ও মন্দির-সংক্রান্ত আদেশগুলো তাঁর মুখ থেকে কথনো প্রত্যাহার করা হয়নি।

ত্রুশ মন্দিরের আইন মুছে দেয় না। ত্রুশ প্রকাশ করে, সেগুলো আসলে কিসের দিকে ইঙ্গিত করছিল।

ঈশ্বরের মেষশাবক হিসেবে যীশু — বাতিল নয়, পরিপূর্ণতা

যখন যোহন যীশুকে “ঈশ্বরের মেষশাবক” বলেছিলেন (যোহন 1:29), তখন তিনি বলিদান ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘোষণা করেননি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—বিশ্বসের সাথে উৎসর্গ করা প্রতিটি বলিদানের প্রকৃত অর্থ। পশুর রক্তের নিজস্ব কোনো শক্তি ছিল না (১ পিতর 1:18-19)। তার শক্তি এসেছিল ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য থেকে এবং যে বিষয়টির প্রতীক ছিল, তা থেকে—সত্যিকারের মেষশাবকের ভবিষ্যৎ বলিদান। ঈশ্বর এক কথা বলে পরে নিজেকে বিরোধিতা করেন না (গগনা 23:19)।

শুরু থেকেই, শ্রমা সবসময় দুটি বিষয়ের সম্মিলিত কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করেছে:

- ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন, তার প্রতি আনুগত্য (দ্বিতীয় বিবরণ 11:26-28; যিহিস্কেল 20:21)
- শুন্দিকরণের জন্য ঈশ্বর নিজে যে ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন (লেবীয় 17:11; ইব্রানি 9:22)

প্রাচীন ইস্যায়েলে, যারা আনুগত্য করত তারা মন্দিরে যেত, আইনের বিধান অনুযায়ী বলিদান দিত এবং বাস্তব—তবে সাময়িক—চুক্তিগত শুন্দতা লাভ করত। আজ, যারা আনুগত্য করে তাদের পিতা সত্য মেষশাবক যীশুর কাছে নিয়ে যান—চিরস্থায়ী শুন্দতার জন্য (যোহন 6:37; যোহন 6:39; যোহন 6:44; যোহন 6:65; যোহন 17:6)। ধরণটি একই: ঈশ্বর কথনো বিদ্রোহীদের শুন্দ করেন না (ইসাইয়া 1:11-15)।

যীশুই সত্য মেষশাবক—এই সত্য বলিদান সংক্রান্ত আদেশগুলো ছিঁড়ে ফেলে না। বরং তা প্রমাণ করে যে ঈশ্বর কথনোই কেবল প্রতীকের সাথে খেলেছিলেন না। মন্দিরের সবকিছুই ছিল গুরুতর, এবং সবকিছুই বাস্তব কিছুর দিকে নির্দেশ করছিল।

ত্রুশের পরেও কেন বলিদান চলতে ছিল

যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হতো যীশুর মৃত্যুর মুহূর্তেই বলিদান বাতিল করা, তবে সেদিনই মন্দির পতিত হতো। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটেছিল?

- মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছিল (মথি 27:51), কিন্তু ভবনটি তখনো দাঁড়িয়ে ছিল এবং সেখানে উপাসনা চলতে ছিল (প্রেরিত 2:46; প্রেরিত 3:1; প্রেরিত 21:26)।
- বলিদান ও মন্দিরের আচার প্রতিদিনই চলতে থাকে (প্রেরিত 3:1; প্রেরিত 21:26), এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর পুরো বর্ণনাই একটি কার্যকর উপাসনালয়ের অন্তিম ধরে নেয়।
- যাজকস্ত সেবা অব্যাহত রাখে (প্রেরিত 4:1; প্রেরিত 6:7)।
- উৎসর্গগুলো জেরুজালেমে পালন করা হতে থাকে (প্রেরিত 2:1; প্রেরিত 20:16)।

- পুনরুত্থানের পরেও, যীশুর বিশ্বাসীরা মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন (প্রেরিত 2:46; প্রেরিত 3:1; প্রেরিত 5:20-21; প্রেরিত 21:26), এবং যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন এমন হজার হজার ইহুদি “আইনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী” ছিলেন (প্রেরিত 21:20)।

আইনে, যীশুর কথায় কিংবা ভাববাদীদের মধ্যে কোথাও বলা হয়নি যে মসিহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বলিদান পাপপূর্ণ বা অকার্যকর হয়ে যাবে। এমন কোনো ভাববাদী নেই যেখানে বলা হয়েছে, “আমার পুত্রের মৃত্যুর পর তোমরা আর পশু আনবে না, কারণ বলিদান সম্পর্কিত আমার আইন বাতিল।”

বরং মন্দিরের সেবা চলতে থাকে, কারণ ঈশ্বর দ্বিমুখী নন (গণনা 23:19)। তিনি যা পবিত্র বলে আদেশ করেছেন, তা তাঁর পুত্রের মৃত্যুর কারণে হঠাতে করে অপবিত্র বলে গণ্য করেন না। যদি যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বলিদান বিদ্রোহে পরিণত হতো, ঈশ্বর তা স্পষ্ট করে জানাতেন। তিনি তা করেননি।

ক্রুশের পরেও মন্দির সেবা অব্যাহত থাকার অর্থ হলো—ঈশ্বর কথনোই উপাসনালয়-সংক্রান্ত কোনো আদেশ বাতিল করেননি। প্রতিটি উৎসর্গ, প্রতিটি শুদ্ধিকরণ আচার, প্রতিটি যাজকীয় দায়িত্ব এবং প্রতিটি জাতীয় উপাসনা কার্যকর ছিল, কারণ যেই আইন এগুলো স্থাপন করেছিল, সেটি অপরিবর্তিত ছিল।

বলিদান ব্যবস্থার প্রতীকী প্রকৃতি

সমগ্র বলিদান ব্যবস্থা তার নকশায় প্রতীকী ছিল—এই কারণে নয় যে তা ঐচ্ছিক ছিল বা কর্তৃত্বহীন ছিল, বরং এই কারণে যে তা এমন বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করছিল, যা একদিন কেবল ঈশ্বর নিজেই সম্পূর্ণ করবেন। যে আরোগ্যগুলো তা নিশ্চিত করত, সেগুলো ছিল সাময়িক—সুস্থ ব্যক্তি আবার অসুস্থ হতে পারত। আনুষ্ঠানিক শুদ্ধিকরণও কেবল অল্প সময়ের জন্য বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে দিত—অশুদ্ধতা আবার ফিরে আসতে পারত। এমনকি পাপের জন্য বলিদানও এমন ক্ষমা দিত, যা বারবার খোঁজা লাগত। এসবের কোনোটিই পাপ বা মৃত্যুর চূড়ান্ত অপসারণ ছিল না; এগুলো ছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতীক, সেই দিনের দিকে নির্দেশ করে, যেদিন ঈশ্বর নিজেই মৃত্যুকে ধ্বংস করবেন (ইসাইয়া 25:8; দানিয়েল 12:2)।

ক্রুশ সেই চূড়ান্ততার পথ উন্মুক্ত করেছে, কিন্তু পাপের প্রকৃত সমাপ্তি কেবল শেষ বিচারের পরে এবং পুনরুত্থানের সময়ই দেখা যাবে—যখন সৎকর্মকারীরা জীবনের পুনরুত্থানে উঠবে এবং দুষ্টরা বিচারের পুনরুত্থানে (যোহন 5:28-29)। এই কারণে, মন্দিরের সেবাগুলো প্রতীক ছিল—চিরন্তন বাস্তবতার দিকে নির্দেশকারী, বাস্তবতাই নয়। তাই যীশুর মৃত্যু এগুলোকে অপ্রয়োজনীয় করেনি। এগুলো কার্যকর ছিল যতক্ষণ না ঈশ্বর বিচারস্থলে মন্দির অপসারণ করলেন—ক্রুশ সেগুলো বাতিল করেছিল বলে নয়, বরং ঈশ্বর প্রতীকগুলো সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, যখন সেগুলো যে বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করছিল, তা এখনো যুগের শেষে তাঁর চূড়ান্ত পরিপূর্ণতার অপেক্ষায়।

আজ ক্ষমা কীভাবে কার্যকর হয়

যদি বলিদান-সংক্রান্ত আদেশগুলো কথনোই বাতিল না হয়ে থাকে, এবং যদি মন্দির ব্যবস্থা ক্রুশের পরেও চলতে থাকে—যতক্ষণ না ঈশ্বর নিজেই ৭০ শ্রিষ্ঠান্তে তার সমাপ্তি ঘটান—তবে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে: আজ মানুষ কীভাবে ক্ষমা পায়? উত্তরটি পাওয়া যায় সেই একই ধরণে, যা ঈশ্বর শুরু থেকেই স্থাপন করেছিলেন। ক্ষমা সবসময় এসেছে ঈশ্বরের আদেশের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে (২ ইতিহাস 7:14; ইসাইয়া 55:7) এবং সেই বলিদানের মাধ্যমে, যা ঈশ্বর নিজেই নির্ধারণ করেছিলেন (লেবীয় 17:11)। প্রাচীন ইস্রায়েল, আনুগত্যশীলরা জেরুজালেমের বেদীতে আনুষ্ঠানিক শুদ্ধতা লাভ করত—যা আইন প্রধানত রক্তপাতের মাধ্যমে সম্পন্ন করত (লেবীয় 4:20; লেবীয় 4:26; লেবীয় 4:31; ইব্রানি 9:22)। আজ, আনুগত্যশীলরা মসিহের বলিদানের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়—ঈশ্বরের সত্য মেষশাবক, যিনি পাপ তুলে নেন (যোহন 1:29)।

এটি আইনের কোনো পরিবর্তন নয়। যীশু বলিদান-সংক্রান্ত আদেশ বাতিল করেননি (মথি 5:17-19)। বরং, যখন ঈশ্বর মন্দির অপসারণ করলেন, তখন তিনি সেই বাহ্যিক স্থান পরিবর্তন করলেন—যেখানে আনুগত্য শুন্দুতার সাথে মিলিত হতো। মানদণ্ড একই রাইল: ঈশ্বর তাদেরই ক্ষমা করেন, যারা তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর আদেশ পালন করে (গীতসংহিতা 103:17-18; উপদেশক 12:13)। পিতা আকর্ষণ না করলে কেউ মসিহের কাছে আসে না (যোহন 6:37; যোহন 6:39; যোহন 6:44; যোহন 6:65; যোহন 17:6), এবং পিতা কেবল তাদেরই আকর্ষণ করেন, যারা তাঁর আইন সম্মান করে (মথি 7:21; মথি 19:17; যোহন 17:6; লুক 8:21; লুক 11:28)।

প্রাচীন ইস্রায়েলে, আনুগত্য মানুষকে বেদীর কাছে নিয়ে যেত। আজ, আনুগত্য মানুষকে মসিহের কাছে নিয়ে যায়। বাহ্যিক দৃশ্য বদলেছে, কিন্তু নীতি বদলায়নি। ইস্রায়েলের অবিশ্বাসীরা বলিদানের দ্বারা শুন্দ হয়নি (ইসাইয়া 1:11-16), এবং আজও অবিশ্বাসীরা খ্রিস্টের রক্তের দ্বারা শুন্দ হয় না (ইব্রানি 10:26-27)। ঈশ্বর সবসময় একই দুটি বিষয় দাবি করেছেন: তাঁর আইনের প্রতি আনুগত্য এবং তিনি যে বলিদান নির্ধারণ করেছেন, তার প্রতি আস্তসমর্পণ।

শুরু থেকেই এমন কোনো সময় ছিল না, যখন কোনো পশুর রক্ত বা কোনো শস্যবলিদান সত্যিকার অর্থে পাপী ও ঈশ্বরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেছে। সেগুলো ঈশ্বরপ্রদত্ত আদেশ ছিল, কিন্তু সেগুলোই পুনর্মিলনের প্রকৃত উৎস ছিল না। শান্তি শিক্ষা দেয় যে শাঁড় ও ছাগলের রক্ত পাপ দূর করতে অক্ষম (ইব্রানি 10:4), এবং মসিহ জগতের স্থাপনার আগেই পূর্বপরিচিত ছিলেন (১ পিতর 1:19-20)। এডেন থেকে আজ পর্যন্ত, ঈশ্বরের সাথে শান্তি সবসময় এসেছে নিখুঁত, পাপহীন, একমাত্র জন্মিত পুত্রের মাধ্যমে (যোহন 1:18; যোহন 3:16)—যাঁর দিকেই প্রতিটি বলিদান নির্দেশ করেছিল (যোহন 3:14-15; যোহন 3:16)। ভৌত উৎসর্গগুলো ছিল দৃশ্যমান চিহ্ন, যা মানুষকে পাপের গুরুত্ব স্পর্শ করে অনুভব করতে সাহায্য করত এবং ক্ষমার মূল্য পার্থিব ভাষায় বুঝাতে দিত। ঈশ্বর যখন মন্দির অপসারণ করলেন, তখন আঘ্যিক বাস্তবতা বদলায়নি। বদলেছে কেবল ভৌত রূপ। বাস্তবতা একই রয়ে গেছে: পুত্রের বলিদানই অপরাধী ও পিতার মধ্যে শান্তি স্থাপন করে (ইসাইয়া 53:5)। বাহ্যিক প্রতীকগুলো থেমে গেছে, কারণ ঈশ্বর সেগুলো সরিয়ে নিতে চেয়েছেন; কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা—তাঁর পুত্রের মাধ্যমে, তাঁর প্রতি আনুগত্যশীলদের জন্য প্রদত্ত শুন্দতা—অপরিবর্তিত রয়েছে (ইব্রানি 5:9)।

কেন ঈশ্বর মন্দির ধ্বংস করেছিলেন

যদি ৭০ খ্রিস্টাব্দে মন্দির ধ্বংসের উদ্দেশ্য হতো “বলিদান বাতিল করা,” তবে শান্তি তা স্পষ্ট করে বলত। কিন্তু তা বলে না। বরং, যীশু নিজেই ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন: বিচার।

তিনি জেরুজালেমের জন্য কাঁদলেন এবং বললেন যে শহরটি তার পরিদর্শনের সময় চিনতে পারেনি (লুক 19:41-44)। তিনি সতর্ক করলেন যে মন্দির পাথর-পাথর ভেঙে ফেলা হবে (লুক 21:5-6)। তিনি ঘোষণা করলেন যে ঈশ্বরের দুর্তদের কথা শুনতে অস্বীকার করার কারণে গৃহটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে (মথি 23:37-38)। এটি এমন কোনো নতুন ধর্মতত্ত্বের ঘোষণা ছিল না, যেখানে বলিদান হঠাত মন্দ হয়ে যায়। এটি ছিল বিচারের পুরোনো ও পরিচিত ধরণ—যে কারণেই ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বে প্রথম মন্দির ধ্বংস হয়েছিল (২ ইতিহাস 36:14-19; যিরমিয় 7:12-14)।

অন্য কথায়:

- মন্দির পতিত হয়েছে পাপের কারণে, আইন পরিবর্তনের কারণে নয়।
- বেদী অপসারণ করা হয়েছে বিচারের কারণে, বলিদান অপবিত্র হয়ে গিয়েছিল বলে নয়।

আদেশগুলো লিখিত রয়ে গেছে—চিরন্তন, যেমন সবসময় ছিল (গীতসংহিতা 119:160; মালাথি 3:6)। ঈশ্বর যা সরিয়ে নিয়েছেন, তা হলো সেই উপায়গুলো, যার মাধ্যমে সেই আদেশগুলো পালন করা যেত।

ক্রুশ আইনবিহীন নতুন কোনো ধর্মের অনুমোদন দেয়নি

আজ যাকে “খ্রিষ্টধর্ম” বলা হয়, তার অধিকাংশই একটি সাধারণ মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে: “যেহেতু যীশু মারা গেছেন, তাই বলিদানের আইন, উৎসবগুলো, শুন্দতার আইন, মন্দির ও যাজকস্ব সবই বাতিল হয়েছে। ক্রুশ এগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।”

কিন্তু যীশু কথনোই তা বলেননি। তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা ভাববাদীরাও তা বলেননি। বরং, খ্রিষ্ট স্পষ্ট করেছিলেন যে তাঁর সত্য অনুসারীদের অবশ্যই তাঁর পিতার আদেশ—যেমনটি পুরাতন নিয়মে দেওয়া হয়েছে—পালন করতে হবে, যেমন তাঁর প্রেরিত ও শিষ্যরা করতেন (মথি 7:21; মথি 19:17; যোহন 17:6; লুক 8:21; লুক 11:28)।

ক্রুশ কাউকে এই অধিকার দেয়নি যে তারা:

- মন্দিরের আইন বাতিল করবে
- পাসওভারের পরিবর্তে কমিউনিয়ন সেবার মতো নতুন আচার উদ্ভাবন করবে
- দশমাংশকে যাজকের বেতনে রূপালির করবে
- ঈশ্বরের শুন্দতা ব্যবস্থার জায়গায় আধুনিক শিক্ষা বসাবে
- আনুগত্যকে প্রিঞ্চিক বলে গণ্য করবে

যীশুর মৃত্যুর মধ্যে এমন কিছু নেই, যা মানুষকে আইন পুনর্লিখনের অনুমতি দেয়। বরং, তা কেবল নিশ্চিত করে যে ঈশ্বর পাপ সম্পর্কে গুরুতর এবং আনুগত্য সম্পর্কে গুরুতর।

আজ আমাদের অবস্থান: যা পালন করা যায় তা পালন করা, যা যায় না তা সম্মান করা

ক্রুশ এবং মন্দির একত্রে একটি অঙ্গীকারযোগ্য সত্যে মিলিত হয়:

- আইন অপরিবর্তিত রয়েছে (মথি 5:17-19; লুক 16:17)।
- মন্দির ঈশ্বরের দ্বারাই অপসারণ করা হয়েছে (লুক 21:5-6)।

এর অর্থ:

- যেসব আদেশ এখনো পালন করা যায়, সেগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে—কোনো অজুহাত ছাড়া।
- যেসব আদেশ মন্দিরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো লিখিত রূপে সম্মান করতে হবে, কিন্তু অনুশীলন করা যাবে না—কারণ ঈশ্বর নিজেই বেদী ও যাজকস্ব অপসারণ করেছেন।

আমরা আজ বলিদান ব্যবস্থার কোনো মানবীয় সংস্করণ পুনর্গঠন করি না, কারণ ঈশ্বর মন্দির পুনরুদ্ধার করেননি। আবার আমরা বলিদান-সংক্রান্ত আইন বাতিল ঘোষণাও করি না, কারণ ঈশ্বর কথনোই সেগুলো বাতিল করেননি।

আমরা ক্রুশ ও শূন্য মন্দির প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভয় ও কম্পনের সাথে জানি যে:

- যীশু সেই সত্য মেষশাবক, যিনি পিতার প্রতি আনুগত্যশীলদের শুন্দ করেন (যোহন 1:29; যোহন 6:44)।
- মন্দিরের আইনগুলো চিরন্তন বিধান হিসেবে লিখিত রয়েছে (গীতসংহিতা 119:160)।

- বর্তমানে সেগুলো পালন করা অসম্ভব হওয়া ঈশ্বরের বিচারের ফল, মানুষের বিকল্প উত্থাবনের অনুমতি নয় (লুক 19:41-44; লুক 21:5-6)।

ক্রুশ এবং মন্দির একসাথে

সঠিক পথ দুটি চরমপন্থাই প্রত্যাখ্যান করে:

- না—“যীশু বলিদান বাতিল করেছেন, তাই আইন আর গুরুত্বপূর্ণ নয়।”
- না—“আমাদের এখন নিজেদের মতো করে, ঈশ্বরের মন্দির ছাড়া বলিদান পুনর্গঠন করা উচিত।”

বরং:

- আমরা বিশ্বাস করি যে যীশু ঈশ্বরের মেষশাবক, যাঁকে পিতা তাঁর আইনের প্রতি আনুগত্যালদের জন্য পাঠ্টিয়েছেন (যোহন 1:29; যোহন 14:15)।
- আমরা গ্রহণ করি যে ঈশ্বর মন্দির অপসারণ করেছেন বিচার হিসেবে, বাতিল হিসেবে নয় (লুক 19:41-44; মর্থি 23:37-38)।
- আমরা আজ যে প্রতিটি আদেশ শারীরিকভাবে পালন করা সম্ভব, তা পালন করি।
- আমরা মন্দির-নির্ভর আদেশগুলোকে সম্মান করি—মানবীয় আচার দিয়ে সেগুলো প্রতিস্থাপন করতে অঙ্গীকার করে।

ক্রুশ মন্দিরের সাথে প্রতিযোগিতা করে না। ক্রুশ মন্দিরের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে। আর ঈশ্বর যা অপসারণ করেছেন, তা পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব স্পষ্ট:

- যা পালন করা যায়, তা পালন করা।
- যা যায় না, তা সম্মান করা।
- যে আইন যীশু পরিপূর্ণ করতে এসেছিলেন—ধৰ্মস করতে নয়—তা পরিবর্তনের অজুহাত হিসেবে কখনোই ক্রুশ ব্যবহার না করা (মর্থি 5:17-19)।